দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 AUG. 1994 ... ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2 ...

44

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের দাবি–দাওয়ার ফয়সালা হতে না হতেই প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন শুরু হয়েছে। অবস্থান ধর্মঘট, পুলিশের লাঠিচার্জ ইত্যাদি 'প্রাথমিক স্তর' পার হয়ে শিক্ষকরা অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। সরকারের তরফ থেকে এবারও একই রকমের সিদ্ধান্তহীনতা ও আলাপ–আলোচনার উদ্যোগের অভাব দেখা যাচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের বেলায় 'আপোষহীন' মনোভাব নিয়ে সরকারকে যথেষ্ট চড়ামূল্য দিতে হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে সরকার তা থেকে কিছুই শেখেন নি।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চারদফা দাবির মধ্যে রয়েছে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করা এবং আপাতত প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ১৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান। প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় নির্বিশেষে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে, বিশেষত দাতাদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। তা সত্ত্বেও শিক্ষকদের বেতন সরকারকে বহন করতে হবে বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে এটা মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছেন। এই ব্যবস্থা একবারে চালু করা হয়ত সম্ভব নয়, তাই পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কথা উঠেছে। বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের সাম্প্রতিক অনশন ধর্মঘটের পটভূমিতে সরকার অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়াও মূল বেতনের ৭০ ভাগের স্থলে ৮০ ভাগ দিতে রাজি হয়েছেন। সেক্ষেত্রে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক মাত্র পাঁচশ' টাকা ভাতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলা কতটুকু ন্যায্য? সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করতে হলে আরও অনেক বিদ্যালয় ও আরও অনেক শিক্ষক দরকার। পাঁচশ' টাকা ভাতার শিক্ষক দিয়ে এই কাজটি করা যাবে ভাবলে সরকার ভুল করবেন।

আমরা মনে করি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের ব্যাপারে সরকারের এখনই একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। একটি ফর্মুলা হতে পারে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের মত মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকারের দেয়ার রীতি প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও চালু করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ না করে সরকারি ব্যয়ে সেগুলোর ভবন, আসবাবপত্রসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাল কাজ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাও গড়ে তোলা দরকার। একথা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে যে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বর্তমানে যে দুরবস্থায় আছে তার উন্নতি না করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি শিক্ষকদের মাসে পাঁচশ' টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাজ আশা করা বৃথা। শিক্ষকরা আপাতত ১৫০০ টাকা দাবি করছেন, এ দাবিকে অযৌক্তিক বলা কঠিন। মূল বেতনের ৮০ ভাগ ও প্রান্তিক সুবিধাদি ধরলে অংকটা এর কাছাকাছিই দাঁড়াবে। একবার কথা হয়েছিল প্রথম দফায় ভাতার পরিমাণ পাঁচশ' টাকা থেকে এক হাজার টাকায় উন্নীত করা হবে। সরকার এ ব্যাপারে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেন নি। তবে টাকার অংক যাই হোক না কেন দাবিদাওয়া ফয়সালার জন্য আলাপ–আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার দরকার। আমরা মনে করি, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি–দাওয়ার প্রতি উদাসীনতা দেখানো কিংবা পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আন্দোলন দমনের পুরনো ও ভ্রান্ত পথে যাওয়া খুবই অনুচিত হবে।